সন্তান প্রতিপালন

মাতা-পিতার দায়িত্ব ও সন্তানের করণীয়

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন জামীল যাইনু (রাহিমাহুল্লাহ)

শিক্ষক, দারুল হাদীস আল-খাইরিয়্যাহ, মক্কা আল-মুকাররামা

অনুবাদক

মাও. মিজানুর রহমান

দাওরায়ে হাদীস, মসজিদুল আকবর কমপ্লেক্স, মিরপুর-১, ঢাকা
বিএ (অনার্স), এমএ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

সম্পাদনায়

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

পিএইচ.ডি (আকীদা), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আলোকিত প্রকাশনী

সন্তান প্রতিপালন

মাতা-পিতার দায়িত্ব ও সন্তানের করণীয়

গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল,২০২২

অনলাইন পরিবেশক

আলোকিত বই বিতান, রকমারী, ওয়াফী লাইফ,
salafibooksbd.com, ikhlasstore.com

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা: সাইফুর রহমান

মুদ্রিত মূল্য ১৪৬ (একশত ছেচল্লিশ) টাকা মাত্র।

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা	০৮
ভূমিকা	১১
স্বীয় সন্তানের প্রতি লোকমান হাকীমের উপদেশ	১৩
সন্তানদের জন্য নবী (সা.) এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ	২২
হাদীস থেকে প্রাপ্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা	২৪
ইসলামের রুকনসমূহ	২৬
ঈমানের রুকনসমূহ	২৭
আল্লাহ তা'আলা 'আরশের উপর	২৯
সুন্দর উপকারী একটি ঘটনা	৩১
পিতা-মাতা ও সন্তানের প্রতি নবী (সা.) এর উপদেশ	৩৪
মাতা-পিতা ও শিক্ষকের দায়িত্ব-কর্তব্য	৩৬
অভিভাবক ও শিক্ষকদের দায়িত্ব-কর্তব্য	৩৮
নিষিদ্ধ কাজ থেকে শিশুদের সাবধান করা	৩৯

সন্তানদের সালাতের প্রশিক্ষণ দেয়া জরুরী ▸ ৪১
শিশুদের পর্দা ও হিজাবের প্রতি উৎসাহ প্রদান ▸ ৪৩
শিশুদের আদব-আখলাক শিক্ষা দেয়া ▸ ৪৫
জিহাদ ও সাহসিকতা ▸ ৪৭
সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করা ▸ ৪৮
যুব সমস্যার সমাধান ▸ ৫০
জন্ম নিয়ন্ত্রণের মারাত্মক পরিণাম ▸ ৫৪
সালাতের ফযিলত এবং তা পরিত্যাগকারীর শাস্তি ▸ ৫৬
সন্তানদের অযু ও তায়াম্মুম শিক্ষা দেয়া ▸ ৫৮
সন্তানদের সালাতের প্রশিক্ষণ দেয়া ▸ ৫৯
সালাতের রাকাতের সংখ্যা চার্ট ▸ ৬৪
সালাতের কতিপয় বিধি-বিধান ▸ ৬৪
সালাত সংক্রান্ত হাদীস ▸ ৬৮
জুমু'আর সালাত ও জামা'আত ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে ▸ ৭১
জুমু'আর সালাত ও তার আদব ▸ ৭৩
গান-বাজনার শর'য়ী বিধান ▸ ৭৫
বর্তমান সময়ের গান-বাজনা ▸ ৭৬
গান-বাজনা থেকে বাঁচার উপায় ▸ ৭৮
শরী'আতে যেসব গান বৈধ ▸ ৭৯
ছবি ও মূর্তির বিধান ▸ ৮২
যেসব ছবি ও মূর্তি অনুমোদিত ▸ ৮৬
ধূমপানের বিধান ▸ ৮৭
দাঁড়ি লম্বা করা ওয়াজিব ▸ ৯০
মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ▸ ৯২
কবুলযোগ্য দো'আ ▸ ৯৬
রোগ নিরাময়ের দো'আ ▸ ৯৭
ইস্তেখারার দো'আ ▸ ৯৯

ইসলামের রুকনসমূহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর রাখা হয়েছে।'

১. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। [অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই আর আল্লাহর দীনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা ফরয।]

২. সালাত কায়েম করা। [অর্থাৎ সালাতের রুকন ও ওয়াজিবসমূহ সহ খুশুর সাথে তা আদায় করা।]

৩. যাকাত প্রদান করা। [অর্থাৎ কোনো মুসলিম যদি মৌলিক প্রয়োজনের বাইরে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ বা তার সমপরিমাণ অর্থের মালিক হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে যখন তার এ সম্পদের ওপর এক বছর অতিবাহিত হবে; তখন তাকে শতকরা ২.৫ টাকা যাকাত দিতে হবে। এছাড়াও আরও অনেক সম্পদ আছে যেগুলোর ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়, তবে সেসব সম্পদের যাকাত শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রদান করতে হবে।]

৪. বায়তুল্লাহর হজ করা। [অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সম্পদ, সুস্থতা এবং নিরাপত্তার সাথে হজ করার সামর্থ্য রাখে তার জন্য জীবনে একবার হজ করা ফরয।]

৫. রমযানের সাওম পালন করা। [সাওম হলো, ইবাদতের নিয়তে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানা-পিনা, স্ত্রী সহবাস ও সাওম ভঙ্গের পরিপন্থী সব ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা।]

হাদীসের উপকারিতা:

ক. 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই' এ সাক্ষ্যের দাবি হলো- আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না, তাঁর কাছেই কেবল দো'আ করব এবং তিনি যেভাবে অনুমোদন দিয়েছেন সেভাবে তাঁর ইবাদত করব। অধিকন্তু কুরআন-সুন্নাহ থেকে গৃহীত তাঁর শরী'আত অনুযায়ী ফয়সালা করব।

খ. 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য দেয়া'র দাবি হলো- তাঁর আদেশ মেনে চলা, তাঁর সংবাদে বিশ্বাস করা ও তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে বিরত থাকা ও পরিত্যাগ করা। কারণ, তাঁর আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যেরই অংশ।

ঈমানের রুকনসমূহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ঈমান হচ্ছে-

১. আল্লাহর ওপর ঈমান আনা। [আল্লাহর সত্তা, আসমা ওয়াস সিফাত (নাম-গুণ) এবং ইবাদতে তাঁর তাওহীদ বা এককত্ব সাব্যস্ত করা।]

২.আল্লাহর ফেরেশতাদের ওপর ঈমান আনা। [ফেরেশতা হলো, আল্লাহরই এমন মাখলুক যারা নূরের তৈরি এবং তারা আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করে।]

৩. আল্লাহর কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনা। [আর তা হলো তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও সর্বোত্তম কিতাব কুরআন, যা পূর্বের সকল কিতাবকে রহিতকারী, তার ওপর ঈমান আনা।]

৪.আল্লাহর রাসূলদের ওপর ঈমান আনা। [সর্বপ্রথম রাসূল হলেন নূহ 'আলাইহিস সালাম, আর সর্বশেষ রাসূল হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম।]

সন্তানদের জন্য
নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর
কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব:

১. তুমি আল্লাহর হিফাযত কর, তাহলে আল্লাহ তোমার হিফাযত করবেন। [অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চল, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তা বিধান করবেন।]

২. তুমি আল্লাহর হিফাযত কর, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার দিকে (সামনে) পাবে। [অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর সীমা সংরক্ষণ কর ও তাঁর হক রক্ষা কর; তাহলে তুমি আল্লাহকে এমন পাবে যে, তিনি তোমাকে সৎকাজের তাওফীক দিবেন এবং তোমাকে তোমার যাবতীয় কর্মে সাহায্য করবেন।]

৩. যখন তুমি কোনো কিছু চাইবে, তখন তা আল্লাহর নিকট চাইবে। যখন কোনো সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। [অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো বিষয়ে কারও সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহর কাছেই চাও। বিশেষ করে, যে কাজ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সমাধান করতে পারে না, তা আল্লাহর নিকটই চাইবে; তা কোনো মাখলুকের নিকট চাইবে না। যেমন- সুস্থতা, রিযিক ইত্যাদি। এগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সমাধান করতে পারে না।]

৪. আর জেনে রেখো, যদি সমস্ত উম্মত একত্র হয়ে তোমার কোনো উপকার করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য যতটুকু উপকার লিপিবদ্ধ করেছেন, তার বাইরে তোমার বিন্দু পরিমাণ উপকারও কেউ করতে পারবে না, যদি আল্লাহ তোমার উপকার না চান। আর সমস্ত উম্মত একত্র হয়ে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য যতটুকু ক্ষতি লিপিবদ্ধ করেছেন, তার বাইরে বিন্দু পরিমাণ ক্ষতিও তোমার কেউ করতে পারবে না, যদি আল্লাহ তোমার ক্ষতি না চায়। [অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য ভালো ও মন্দের যে তাকদীর লিপিবদ্ধ করেছেন, তার প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক।]

৫. কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে ও কাগজ শুকিয়ে গেছে। উপকরণ অবলম্বন করে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষ্ট্রীর মালিককে বলেছিলেন, "তুমি আগে উষ্ট্রীকে বেঁধে রাখ, এরপর আল্লাহর ওপর ভরসা কর।" তিরমিযী ছাড়াও হাদীসের অন্যান্য কিতাবেও নিম্নলিখিত উপদেশ রয়েছে: যেমন-

৬. সচ্ছল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর, তাহলে বিপদে আল্লাহ তোমাকে স্মরণ করবেন। [অর্থাৎ, সচ্ছল অবস্থায় তুমি আল্লাহ ও মানুষের হক আদায় কর, তাহলে বিপদে আল্লাহ তোমাকে মুক্তি দিবেন।]

৭. জেনে রেখো, যা তোমাকে পায়নি তা তোমাকে পাওয়ার ছিল না; আর যা তুমি পেয়েছ তা তুমি না পেয়ে থাকতে না। [অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে কোনো কিছু দান না করলে, তা কখনোই তুমি লাভ করতে পারবে না। আর যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কোনো কিছু দান করেন, তা বাধা দেয়ার কেউ নেই।]

৮. আর জেনে রেখো, বিজয় ধৈর্যের সাথেই বিদ্যমান। [অর্থাৎ শত্রু ও নফসের বিপক্ষে বিজয় লাভ ধৈর্যধারণের ওপর নিহিত।]

৯. বিপদের সাথেই মুক্তি আসে। [অর্থাৎ মুমিন বান্দার ওপর যেসব বিপদ আপতিত হয়, তার সাথেই মুক্তি রয়েছে।]

১০. কষ্টের সাথেই সুখ নিহিত। [অর্থাৎ মুসলিম ব্যক্তি যখন কোনো কষ্টের সম্মুখীন হয়, তারপরই শান্তি আসে।]

অভিভাবক ও শিক্ষকদের
দায়িত্ব-কর্তব্য

১. শিশুদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' দ্বারা কথা শিখানো।

আর তারা বড় হলে তাদের এ কালেমার অর্থ শেখানো। কালেমার অর্থ হলো, "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই।"

২. শিশুর অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ও আল্লাহর প্রতি ঈমানের বীজ বপন করে দেয়া। কারণ, একমাত্র আল্লাহই আমাদের স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও আমাদের সাহায্যকারী; তাঁর কোনো শরীক নেই।

৩. শিশুদের একথা শিখানো যে, তারা যেন একমাত্র আল্লাহর নিকটই প্রার্থনা করে এবং একমাত্র তাঁরই কাছে যেন সাহায্য চায়। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচাতো ভাই ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে বলেন,

((إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ))

"যখন তুমি কোনো কিছু চাইবে তখন আল্লাহর নিকট চাইবে, আর যখন কোনো সাহায্য চাইবে তখনও আল্লাহর কাছেই চাইবে।"

শিশুদের পর্দা ও হিজাবের প্রতি উৎসাহ প্রদান

১. মেয়েদেরকে ছোটবেলা থেকেই পর্দা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা, যাতে তারা বড় হলে পর্দাকে অপরিহার্য মনে করে। তাদের কখনোই ছোট বা পাতলা কাপড় পরিধান করাবে না এবং মেয়েদেরকে শুধু প্যান্ট ও জামা পরিধান করাবে না; কারণ, এগুলো হলো পুরুষদের সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বন ও কাফেরদের মত চাল-চলন গ্রহণ করা যার ফলে যুবসমাজ ফিতনা ও অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হয়ে যাবে।

আমাদের উচিত, আমাদের মেয়েদের বয়স সাত বছর হওয়ার পর থেকেই তাদের মাথাকে ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখতে নির্দেশ দেয়া। আর সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে অবশ্যই চেহারাও ঢেকে রাখতে নির্দেশ দেয়া। কালো পোশাক বা প্রশস্ত দীর্ঘ বোরকা পরার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ﴾

"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।"
[সূরা আল-আহযাব: ৫৯]

আল্লাহ তা'আলা নারীদের জাহিলিয়্যাতের যুগের মতো সাজ-সজ্জা অবলম্বন করতে এবং ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ﴾

"আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের প্রদর্শনীর মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।" *[সূরা আল-আহযাব: ৩৩]*

নিষিদ্ধ কাজ থেকে
শিশুদের সাবধান করা

১. শিশুদেরকে কুফরি করা, গালি দেয়া, অভিশাপ দেয়া, অশ্লীল ও অনৈতিক কথা-বার্তা বলা থেকে সাবধান করা। তাদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেয়া যে, কুফর হলো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, ক্ষতিগ্রস্ততা এবং জাহান্নামে প্রবেশের কারণ। আর আমাদের কর্তব্য হলো, তাদের সামনে আমাদের জবানকে হিফাযত করা, যাতে আমরা তাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারি।

২. আল্লাহর সাথে শির্ক করা হতে সাবধান করা। যেমন, আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোনো মৃতব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা ও তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া। অথচ তারা আল্লাহরই বান্দা। তারা কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦﴾

"আর আপনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবেন না, যা আপনার উপকারও করে না, অপকারও করে না; কারণ এটা করলে তখন আপনি অবশ্যই যালিম (অর্থাৎ মুশরিক)দের অন্তর্ভুক্ত হবেন।" [সূরা ইউনুস: ১০৬]

৩. লটারি, তাস- ইত্যাদি হতে শিশুদের দূরে রাখা, যদিও এগুলো তাদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য হয়। কারণ, তা মানুষকে জুয়ার দিকে নিয়ে যায় এবং মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে। এগুলো শিশুদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, এগুলোর কারণে তাদের সময় নষ্ট, মালামাল অপচয়, পড়ালেখার ক্ষতি ও তাদের সালাত নষ্ট করার কারণ হয়।

৪. তাদেরকে অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, উলঙ্গ ছবি সম্বলিত ম্যাগাজিন, গোয়েন্দা উপন্যাস বা গল্পের বই, যৌনচিত্র ও কর্ম সম্বলিত বই পড়া থেকে বিরত রাখা। অনুরূপভাবে তাদেরকে সিনেমার ফিল্ম, টেলিভিশন ইত্যাদি থেকে নিষেধ

শিশুদের আদব-আখলাক শিক্ষা দেয়া

১. কোনো কিছু প্রদান করা, গ্রহণ করা, খানা-পিনা ইত্যাদিতে ডান হাত ব্যবহার করার জন্য শিশুদের অভ্যস্ত করানো। বসে খাওয়া-দাওয়া করার অভ্যাস করা। খানার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ', আর শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার তালীম দেয়া।

২. শিশুদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অভ্যস্ত করে তোলা। ফলে তাদেরকে হাত পায়ের নখগুলোর বাড়তি অংশ কেটে দেয়া, খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়া, পেশাব-পায়খানার থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাকে টিস্যু পেপার বা পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করার প্রশিক্ষণ দেয়া; যাতে তার সালাত সহীহ হয় এবং তার কাপড় নাপাক হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

৩. যদি শিশুদের থেকে কোনো ভুল প্রকাশ পায়, তাহলে আমাদের উচিৎ তাদের খুব কোমলভাবে উপদেশ দেয়া এবং অন্যদের সামনে কোনো প্রকার ভর্ৎসনা করা থেকে বিরত থাকা। তারপরও যদি তারা তাদের অন্যায়ের ওপর অটল থাকে, তাহলে তার সাথে তিনদিন পর্যন্ত কথা-বার্তা বলা ছেড়ে দেয়া, তিনদিনের বেশি নয়।

৪. আযানের সময় শিশুদেরকে চুপ থাকার নির্দেশ প্রদান করা, মুয়াজ্জিনের জবাবে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি করতে বলা। আযান শেষ হয়ে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পাঠ করা এবং তাঁর জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ওসিলা কামনা করে নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করার নির্দেশ দেয়া:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

সালাতের রাকাতের সংখ্যা চার্ট

সালাত	পূর্বের সুন্নাত	ফরয	পরের সুন্নাত
ফজর	২	২	...
যোহর	২+২	৪	২+২
আসর	২+২	৪	...
মাগরিব	২	৩	২
এশা	২ (তাহিয়্যাতুল মসজিদ)	৪	২ এবং ৩ (বিতর)
জুমু'আ	২ (তাহিয়্যাতুল মসজিদ)	২	২ (ঘরে পড়লে) অথবা ২+২ (মসজিদে পড়লে)

সালাতের কতিপয় বিধি-বিধান

১. সালাতের পূর্বের সুন্নাত সালাতকে ফরয সালাতের পূর্বে আর সালাতের পরের সুন্নাত সালাতকে ফরয সালাতের পরে আদায় করুন।

২. সালাত ধীরস্থিরভাবে আদায় করুন, সালাতে [দাঁড়ানো অবস্থায়] আপনার দৃষ্টি সাজদার স্থানে রাখুন। এদিক-সেদিক তাকাবেন না।

৩. যেসব সালাতে কিরাআত গোপন করে পড়তে হয় অর্থাৎ সিররী (চুপি চুপি) সালাতের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা ও আরেকটি সূরা পড়ুন, আর যেসব সালাতে ইমাম শব্দ করে কিরাআত পাঠ করে অর্থাৎ যাহরি (প্রকাশ্য) সালাতে ইমামের থামার ফাঁকে ফাঁকে কেবল সূরা ফাতিহা পড়ুন।

সালাত সংক্রান্ত হাদীস

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখ,
সেভাবে সালাত আদায় কর।"

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে,
তখন সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকাত সালাত আদায় করে নেয়।"
[এ দু' রাকাত সালাতকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বলা হয়]

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

لَا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا

"তোমরা কবরের উপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ করে
সালাত পড়বে না।"

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ

"যখন সালাতের ইকামত দেয়া হয়, তখন তোমরা ফরয সালাত ছাড়া
আর কোনো সালাত আদায় করবে না।"

কবুলযোগ্য দো'আ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে এ দো'আটি পড়ে,

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

অর্থ 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসাও তার। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহ পবিত্র, সব প্রশংসা আল্লাহর, তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি সবচাইতে বড়। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ছাড়া অন্যায় থেকে বিরত থাকার কিংবা ন্যায় কাজ করার শক্তি কারো নেই'

তারপর সে বলে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন' তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার দো'আ কবুল করেন। আর যদি সে অযু করে এবং সালাতও আদায় করে, তার সালাতও কবুল করা করা হয়। [হাদীসে বর্ণিত, 'তা'আররা' মানে জাগ্রত হওয়া]

১. আমি আমার রোগ মুক্তির জন্য এ দো'আটি পড়েছি। অতঃপর আল্লাহ আমাকে সুস্থতা দান করেছেন।

২. আমি কিছু কষ্টকর কাজের জন্য এটি পড়েছি, তখন আল্লাহ আমাকে কাজটি সহজ করে দিয়েছেন।

৩. আমি প্রত্যেক মুসলিমকে উপদেশ দিচ্ছি, যদি সে কোনো সমস্যায় পতিত হয় তাহলে সে যেন দো'আটি পড়ে।

রোগ নিরাময়ের দো'আ

১. শরীরের যে স্থানে ব্যাথা অনুভব করছেন তার উপরে আপনার হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলুন এবং সাতবার নিম্নের দো'আটি পড়ুন:

أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

আমি আল্লাহ এবং তাঁর ক্ষমতার আশ্রয় প্রার্থনা করছি- যা আমি অনুভব করি এবং যা ধারণা করি তার অনিষ্ট থেকে।

২. নিম্নের দো'আটি পড়ুন:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর, আপনিই আরোগ্য দানকারী, আপনার আরোগ্য ছাড়া অন্য কোনো আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দিন, যা কোনো রোগ অবশিষ্ট থাকে না।

৩. নিম্নের দো'আটি পড়ুন:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

৪. যে ব্যক্তি এমন রোগীকে দেখতে গেল যার অন্তিম সময় আসেনি, সে যেন তার সামনে সাতবার বলে:

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ،

আমি মহান 'আরশের রব মহামহিম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমাকে রোগমুক্তি দেন।